বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য।
যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।।
বুদ্ধদেব বহুদিন তপস্যা করিল।
তা'তে ব্রহ্ম প্রণবাদি শূদ্রেতে পাইল।।
নীচজন প্রতি দয়া বুদ্ধদেব করে।
প্রণবেতে অধিকারী শূদ্র তার পরে।।
বুদ্ধদেব তপস্যাতে হইয়া সদয়।
'বরং ঘৃহু' বলে প্রভু বর দিতে চায়।।
বুদ্ধ বলে 'বর যদি দিবে মহাশয়।
অগ্রভাগে কর প্রভু শূদ্রের উপায়'।।
প্রভু বলে 'তব নামে অবতার হ'ব।
প্রণব ত্রিগুণ নাম শূদ্রেরে বিলা'ব।।
এক হরিনাম মধ্যে গুণ দিয়া সব।
নীচজনে করাইব পরম বৈষ্ণব'।।
বুদ্ধ বলে 'যদি প্রভু হও অবতার।
এদেশে থাকে না যেন জাতির বিচার'।।
আর এক প্রশ্ন তার মধ্যেতে উদয়।
সংক্ষেপে বলিব যা'তে পুঁথি না বাড়য়।।
কুবের নামেতে জোলা জাতিতে যবন।
পরম বৈষ্ণব রাম মন্ত্রে উপাসন।।
তাহার নন্দন হ'ল নামেতে নকিম।
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম যাহার অসীম।।
কুবের আরোপে থেকে কৃষ্ণরূপ দেখে।
নকিম বুনায় তাঁত হরি বলে মুখে।।
কুবের আরোপে গাঁথে কুসুমের হার।
গলে দিবে সাজাইবে শ্যাম নটবর।।
ভক্তিফুলে মনোসুতে হার গাঁথি নিল।
সেই মালা ত্রিভঙ্গের গলে তুলে দিল।।
চুঁড়ায় ঠেকিয়া হার নাহি পড়ে গলে।
দিতে হার পুনর্বার চুঁড়ায় ঠেকিলে।।
নকিম আরোপে তাঁত বুনা'য়েছে হাতে।
মুখে হরি বলে কৃষ্ণ দেখে আরোপেতে।।
বাপের আরোপ দেখি নকিমের সুখ।
বলে 'হাত আরো কিছু উপরে উঠুক।।
দেখহ জোলার এই প্রেমভক্তি গুণ।
কি করে কাহার কাছে স্বত্বঃ রজঃ গুণ।
দারুব্রহ্ম অবতার হ'ল যে সময়।
কুবেরের কীর্ত্তি রাখিলেন এ ধরায়।।
কুবেরের 'তোড়ানী' খাইবে যেইজন।
তার হ'বে দারুব্রহ্ম রূপ দরশন।।
আর এক প্রস্তাব যে আসিল তাহাতে।
একদা নারদ মুনি গেল বৈকুণ্ঠেতে।।
বিষ্ণুর প্রসাদ মুনি খাইল তথায়।
কৈলাসেতে আসি মুনি হইল উদয়।।
শিবেরে বলেন মুনি হরষিত মন।
'অদ্য হৈনু শ্রীনাথের প্রসাদ ভাজন'।।
শিব বলে 'আমারে তো দিলে না কিঞ্চিৎ।
প্রভুর প্রসাদে মোরে করিলে বঞ্চিৎ।।
নারদের নখাগ্রে প্রসাদ কণা ছিল।
প্রেম ভরে হরের বদনে তুলে দিল।।
প্রেমে মত্ত হইলেন নারদ শঙ্কর।
বঞ্চিতা হইয়া গৌরী করে অঙ্গীকার।।
'আমি যদি সাধ্বী নারী হই তব ঘরে।
এ প্রসাদ বিলাইব বাজারে বাজারে'।।
তপস্যা করিল হরি বর দিতে এল।
'প্রসাদ বাজারে বিকি' বর চেয়ে নিল।।
"কমলা রন্ধনাযুক্তা ভোজনে চ জনার্দ্দন।
কুক্কুরেণ মুখাদ্‌ভ্রষ্টা দেবাণাং দুর্ল্লভামপি।।"
বুদ্ধদেব বাসনা হইয়া গেল পূর্ণ।
ঘরে ঘরে নীচ-শূদ্র সবে হ'ল ধন্য।।
এইমত দেখ নানা কারণ বশতঃ।
গোলোকবিহারী হ'ল যশোবন্ত সুত।।
কিছুদিন পরে সেই অন্নপূর্ণা সতী।
স্ত্রী আচারে যে দিন হইল শুদ্ধামতি।।